থেকে প্রকৃত মূল্য-সম্পৃক্ত তথ্য, তত্ত্ব আহরণ করার মনোভাব গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষার, কারণ শিক্ষার মূল নির্যাস (essence) তো মূল্যবোধ। আমরা আশা করব, সমন্বয়ী পাঠ্যক্রম, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি, শিক্ষকের উদার-মনস্কতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সমাজচেতনা, মৈত্রী, পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন-মনস্কতা প্রভৃতি অমূল্য মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বা, জাতিসত্ত্বা, তার মানবসত্ত্বাকে আজ ভুবনায়নের প্রাঙ্গণে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবে।

শিক্ষক

প্রশ্নাবলী

১। মূল্যবোধ-সম্পৃক্ত শিক্ষা কাকে বলে?

২। মূল্যবোধ কাকে বলে? কত ধরনের মূল্যবোধ হ'তে পারে? শিক্ষাক্ষেত্রে সেগুলিকে কতখানি মূল্য দেওয়া যেতে পারে?

৩। 'শিক্ষার কাজ মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও সঞ্চালন'—এটিকে ব্যাখ্যা কর।

৪। টীকা লেখ ঃ

(ক) পাঠ্যক্রম ও মূল্যবোধ।

(খ) পদ্ধতি ও মূল্যবোধ।

(গ) শিক্ষক ও মূল্যবোধ।

করে না, আমাদের চিত্তের অনুভব, উপলব্ধি, সৌন্দর্য চেতনারও জন্ম দেয়। সমাজ-বিদ্যার অন্তর্গত—ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের সমাজসচেতন ক'রে গড়ে তোলে। অঙ্কশাস্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ করে, পরিমিতি শেখায়। ফ্রয়েবেলের মতে, প্রকৃতির রাজ্য বড় রহস্যময় ও প্রতীকী (mystic and symbolic), একমাত্র অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানই পারে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে। তাই তিনি বললেন, 'God is the greatest mathematician x x x x mathematics is the greatest expression of the laws of life." বিজ্ঞান পাঠেরও অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ মৌদ্ধিক বিকাশ। জগৎ, বস্তুচেতনা, তার ক্রিয়াকলাপ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষকে তার বহির্জগৎ জানতে সাহায্য করে ও তার অন্তর্জগৎও পূর্ণ হয়ে ওঠে। দর্শন তো সমস্ত শাস্ত্রের জননী ও মূল্যবোধের দিশারী, তাই এর মূল্য অপরিমাপ্য। আজকের দিনে প্রযুক্তি শিক্ষার অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার, গণশিক্ষা প্রসার, নানাবিধ বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে নিপুণতা, বুদ্ধি, নানা কৌশল, বিভিন্ন ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করছে। আজ জ্ঞান-বিস্ফোরণের (knowledge explosion) ক্ষেত্রে অগণন তথ্য রাশিকৃত হচ্ছে, একটি বিষয়ের বিভাজন হচ্ছে, ফলে খণ্ডজ্ঞান হয়তো পূর্ণবোধের পক্ষে সহায়ক হচ্ছে না, তাই সমন্বয় ধর্মটিকেও আজ পাঠ্যক্রম রচনায়, প্রযুক্তির ব্যবহারে ধ'রে রাখা আবশ্যক। নান্দনিক বিভিন্ন বিষয়, নাচগান, শিল্পকলার মূল্যমান তো বিশ্বজনীন। জাতীয় ঐক্য, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, মানবজীবনকে উন্নত করার প্রধান হাতিয়ার হ'ল এই নান্দনিক বিষয়গুলি। পাঠ্যক্রমিক কাজকর্ম, খেলাধুলো, নানা সমাজসেবামূলক, অবসর-বিনোদমূলক কাজ একটি শিক্ষার্থীর তার দেহ, মন ও সমাজচেতনা গঠনে সহায়ক হবে। তাই পাঠ্যক্রম রচনার মৌলিক নীতি হবে কোন্ বিষয় কতখানি মূল্যমানের তা বিচার করা আর কোন্ বয়সের জন্য নির্ধারিত, তাও বিবেচনা করা। ব্যক্তিমূলক বৈষম্য, গণতান্ত্রিক আদর্শ, এই নীতিগুলি তো অবশ্যই অনুসরণীয়। এখন এই পাঠ্যক্রম মূল্যবোধের উজ্জীবনে কতখানি সফল হবে, তা নির্ভর করবে শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর। শিক্ষাদান পদ্ধতি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্বনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের বিষয়টির সাঙ্গীকরণে সহায়ক পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। শিশুদের জন্য খেলাভিত্তিক প্রণালী আর বালক বালিকা, তরুণ তরুণীর জন্য আবিষ্কারমূলক, উদ্ভাবনধর্মী পদ্ধতি খুব কার্যকর। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখবে ও এই আত্মশিখনের দ্বারা জ্ঞানের মূল্য খুঁজে পাবে। প্রকৃত মূল্যবোধ সঞ্চয়নে ও বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা তো অমূল্য। শিক্ষক তাঁর জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে শেখাবেন আদর্শ জীবনযাপনের মূল নীতিগুলি। তাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষককে 'আচার্য' বলা হ'ত—যিনি নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জীবনটিকে গঠন করতেন।

ভাষা ও সাহিত্য
সমাজবিজ্ঞান
অঙ্ক ও বিজ্ঞান
দর্শন
প্রযুক্তি
শিল্পকলা
কাজকর্ম
পদ্ধতি
জ্ঞানের মূল্য খুঁজে পাবে আত্মশিখনের দ্বারা

আজ শিক্ষা সম্প্রসারের মাধ্যম নানাবিধ—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদে। সেগুলি

তার বৌদ্ধিক ক্ষমতার মাধ্যমে ঐগুলি আবিষ্কার করা। প্রয়োগবাদী (Pragmatist) ও অস্তিত্ববাদী (Existentialist) দার্শনিকরা বলেন, মূল্যবোধ ব্যক্তিভিত্তিক অর্থাৎ subjective এবং পরিবর্তনশীল। নিত্য নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। যে কাজ বা যে বস্তু মানুষকে সফলতা দেয়, তারই মূল্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। মূল্যবোধই মানুষকে কর্মে ও বিষয় বা বস্তুনির্বাচনে প্রেরণা (motivation) জোগায়।

অস্তিত্ববাদ প্রয়োগবাদ ও মূল্যবোধ

মূল্যবোধের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন, ব্যক্তিভিত্তিক মূল্যবোধ, নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধ। ব্যক্তির নিজস্ব ভাললাগা, প্রবণতা, আগ্রহ, ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে বিষয় বা বস্তুকে মূল্য দেয়—সেই ধরনের মূল্যবোধ ব্যক্তিভিত্তিক বা Subjective। আবার বিষয় বা বস্তুটি এমনই আকর্ষণীয় বা মূল্যবান যে তা যে কোন ব্যক্তিই পছন্দ করতে পারে—সেটির মূল্য নৈর্ব্যক্তিক (objective)। আবার কিছু কিছু বিষয় বা বস্তুর মূল্য **তাৎক্ষণিক,** অর্থাৎ তাদের দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হই, আমাদের নানা প্রয়োজন মিটে যায়। পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু বিষয় বা বস্তু মূল্যবান হয়ে ওঠে, যেমন, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষাগত মূল্যবোধ ইত্যাদি। এখন এই সমস্ত ধরনের মূল্যবোধের পরিমাপক হ'ল শিক্ষা, কারণ শিক্ষাই মানবিক চেতনা, বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ইত্যাদির প্রাণস্বরূপ।

মূল্যবোধের ধরন ব্যক্তি ভিত্তিক

নৈর্ব্যক্তিক, তাৎক্ষণিক ও পারিবেশিক

এইবার আমাদের বক্তব্য হ'ল—বিকাশমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইসব মূল্যবোধগুলিকে কেমন ক'রে গড়ে তোলা যেতে পারে উপযুক্ত শিক্ষার পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে—সেই বিষয়ে। শিক্ষার মধ্যেই তো মূল্যবোধের মূল সুরটি গাঁথা, তাই শিক্ষার ভূমিকা এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। কমেনিয়াস বলেছিলেন, **'মায়ের কোল'** (Mother's knee) **শিশুর প্রথম বিদ্যালয়।** আরও সুন্দর প্রবচন আছে— 'the hand that rocks the cradle, rules the world'—অর্থাৎ, 'যে হাত শিশুর দোলনায় দোল দেয়, সেই হাতই শাসন চালায়'। এর অর্থ হ'ল গৃহপরিবেশ একটি ব্যক্তির মূল কাঠামো তৈরি করে দেয়। গৃহপরিবেশ থেকে সে বিদ্যালয়ে আসে—সেই প্রাঙ্গণ তাকে আরও বৃহত্তর পরিধির সঙ্গে পরিচিত করে। **বিদ্যালয়** সমাজের আদর্শ সংস্করণ, সেখানে শিক্ষার্থীরা বিকশিত হয়ে ওঠে বিভিন্ন দিকে—শরীরে, মনে, বুদ্ধিতে, নৈতিকতায়, সমাজচেতনায়—কারণ শিক্ষা তার জীবনেরই অঙ্গ, আর শিক্ষাই মূল্যমান নির্দেশ করে। তাই শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় **পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, শিক্ষকের ভূমিকা** ইত্যাদির মূল্য অপরিসীম।

কী উপায়ে মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায়?

শিক্ষা—প্রথম পরিবেশ গৃহ

বিদ্যালয়

পাঠ্যক্রম কেমন করে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে?

পাঠ্যক্রম বা Curriculum শিক্ষা প্রক্রিয়ার আবশ্যিক উপকরণ। বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করে শিক্ষার্থীকে। প্রথমেই ধরা যাক—মানবিকী বিষয়গুলি, যেমন ভাষা সাহিত্য। **ভাষা ও সাহিত্য** শুধু আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত

নতুন প্রজন্মে যখন নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব বোধের ধারণা গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন, তখন শিক্ষা চরিত্র গঠনের প্রতি একেবারেই জোর দিচ্ছে না, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ গঠনে, এমনকি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাজ্যের পক্ষে উপযোগী যে সব আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যমান গড়ে তোলা দরকার, সেগুলির প্রতিও শিক্ষা পরিকল্পনা যথেষ্ট উদাসীন।

স্বাধীন ভারতে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন হ'ল **রাধাকৃষ্ণণ কমিশন**। এটি উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন হ'লেও এই কমিশনে ভারতীয় শিক্ষার একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়, আর বিভিন্ন শিক্ষামূলক সমস্যার সমাধানে মূল্যবান কিছু মন্তব্যও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষের জীবনে মূল্যবোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই প্রসঙ্গে কমিশন বলছে, 'When there is an empty space in the souls of men, superstitions fill the void. Belief in the absolute values seems to be a condition of life." অর্থাৎ, 'মানুষের মনের গভীরে যখন শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তখনই কুসংস্কার দানা বাঁধে। চিরন্তন মূল্যবোধে বিশ্বাস জীবনেরই অঙ্গ বিশেষ।' Pascal বলেছিলেন, মানুষ বিশ্বাস করতে ও ভালবাসতে চায়। কিন্তু বিশ্বাস করার ও ভালবাসার উপযুক্ত বিষয় বা বস্তু না পেলে সে অনুপযুক্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই মূল্যবোধ মানব জীবনের পূর্ণবিকাশের লক্ষ্যানুযায়ী হবে, দর্শন হবে তার দিশারী।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন

মনে শূন্যতা সৃষ্টি হলে বিকার গড়ে ওঠে

ভালবাসার বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ

শিক্ষা কিভাবে মূল্যবোধ সঞ্চয় করতে ও নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে—তা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করার আগে 'মূল্যবোধ' শব্দটি বলতে আমরা কী বুঝি তা বলার দরকার আছে।

'মূল্যবোধ' বা 'value' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হ'ল—**নির্বাচনের যোগ্যতা** (worthiness to be chosen), অর্থাৎ কোন্‌টিকে আমার জীবনে আমি প্রাধান্য দেব—বিদ্যাকে, না অর্থ সম্পত্তিকে, বা অন্য কিছুকে? জন ডিউই বলেছেন, 'to value means primarily to prize, to esteem, to appraise, to estimate' অর্থাৎ কাউকে বা কোন কিছুকে মূল্য দেওয়া মানে তাকে প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া, অর্থাৎ অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা ক'রে তাকে বেছে নেওয়া এবং তার সম্পর্কে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা। মূল্যবোধগুলিকে মেনে নেওয়া হয়। এগুলির উৎস দার্শনিক চিন্তাভাবনা, বা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা বিভিন্ন পারিবেশিক অবস্থা, জীবন জগৎ সম্পর্কে ধারণা।

মূল্যবোধ কাকে বলে?

নির্বাচনের যোগ্যতা

মূল্যবোধের উৎস

বিভিন্ন দর্শনমত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা ব্যক্ত করেছে। তাই দেশে, কালে, প্রজন্মে প্রজন্মে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মূল্যবোধও বিভিন্ন। ভাববাদী দর্শন (Idealism) মতে মূল্যবোধ শাশ্বত, চিরন্তন, তাই শিক্ষার কাজ এই মূল্যবোধগুলির সংরক্ষণ ও প্রজন্মান্তরে সঞ্চালন। প্রকৃতিবাদী (Naturalist) ও বস্তুবাদী (materialist) দার্শনিক মনে করেন, যে মূল্যবোধ লুকিয়ে রয়েছে প্রকৃতি বা বস্তুর মধ্যে, মানুষের কাজ হ'ল

ভাববাদ ও মূল্যবোধ

বস্তুবাদ প্রকৃতিবাদ ও মূল্যবোধ

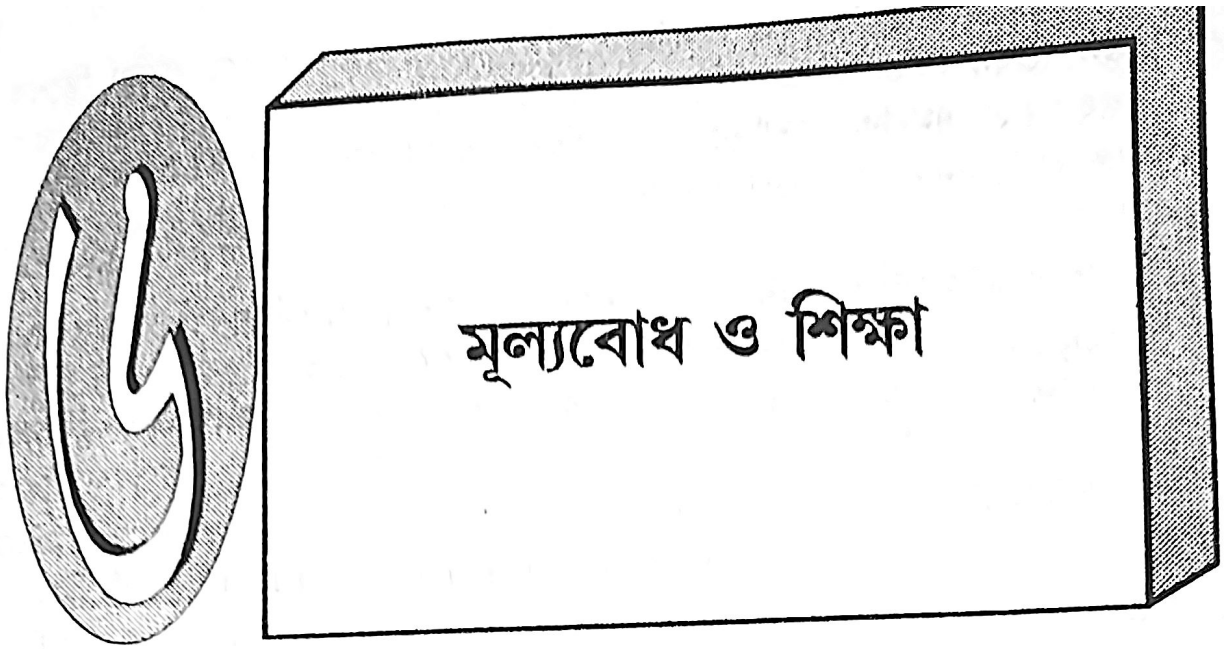

মূল্যবোধ ও শিক্ষা

"ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশ বেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষাপ্রসঙ্গে একথা লিখেছিলেন। এই যে গড়ে ওঠা, নানাভাবে **নানা দিকে বিকশিত হওয়া ও পরিপূর্ণ হওয়া—এই হ'ল শিক্ষার মূল্য, সেই মূল্য সম্পর্কে যে বোধ সৃষ্টি হয় তাই তো মূল্যবোধ। শিক্ষা আর মূল্যবোধকে তো আলাদা করা যায় না। শিক্ষা** তো বিভিন্ন ধরনের **মূল্যবোধের উৎস।** শিক্ষার কাজও আবার মূল্যবোধের সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও গতিময় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন মূল্যবোধ তৈরি করা, পাঠ্যক্রমের দ্বারা, পদ্ধতির অনুসরণে, শিক্ষকের সশ্রদ্ধ অবদানে, বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে।

নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠাই শিক্ষার মূল্য

আজ একবিংশ শতক—নানা পরিবর্তনের জোয়ারে সভ্যতা, সংস্কৃতি ভাসমান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নানা উপহারে অলঙ্কৃত করছে মানুষের জীবনকে। তবু কি আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত হয়েছে মূল্যবোধ, না অবক্ষয়িত মূল্যবোধের শিকার মানুষ? বিদ্যাচর্চা, শিক্ষা সম্প্রসারণ গড়ে তুলতে পারছে কি পূর্ণ মানুষ?

মূল্যবোধ কি গড়ে উঠছে?

গত শতকের ছয়ের দশকের গঠিত **সর্বভারতীয় শিক্ষাকমিশন (কোঠারী কমিশন)** মন্তব্য করেছিল, *'at a time when the need to cultivate a sense of moral and social responsibilities in the rising generation is paramount, education does not emphasise character formation, and makes little or no effort to cultivate moral and spiritual values, particularly the interests, attitudes and values needed in a democratic and socialistic society.'* অর্থাৎ

কোঠারী কমিশন—মূল্যবোধ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না।